কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—২, সংখ্যা—১, জুন—২০২৫, পৃ. ৪৮-৫২

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক দুটি অতি প্রাচীন গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত

ড. ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারিক, সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ,
কলিকাতা-৭০০০০৯

১) ভূমিকা

ভারতের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের এক অনন্য অংশ হলো গ্রন্থাগার, যা মানব সভ্যতার জ্ঞান ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে থাঞ্জাভুর মহারাজা সারফোজির সরস্বতী মহল গ্রন্থাগার, ও খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, পাটনা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই দুটি ভারতের প্রাচীনতম এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারগুলোর (Historical Library) মধ্যে পড়ে, যা ভারতীয় ইতিহাস (History), সংস্কৃতি (Culture) এবং সাহিত্য (Literature) সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি (Introspection) প্রদান করে। এই প্রবন্ধে আমরা থাঞ্জাভুর মহারাজা সারফোজির সরস্বতী মহল গ্রন্থাগার এবং খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরির ইতিহাস, গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

২) উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধ এর মূল উদ্দেশ্য হল থাঞ্জাভুর মহারাজা সারফোজির সরস্বতী মহল গ্রন্থাগার, ও খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, পাটনা, এই দুটি গ্রান্থাগার সম্পর্কে জানা এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করা।

৩) 'থাঞ্জাভুর মহারাজা সারফোজির সরস্বতী মহল গ্রন্থাগার: ঐতিহাসিক গুরুত্ব'।

৩(১) সরস্বতী মহল গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা

তাঞ্জোরের নায়েক রাজারা (১৫৩৫ — ১৭৬৩) বৌদ্ধিক সমৃদ্ধির জন্য গ্রান্থাগারটিকে লালন পালন করেছিলেন। মারাঠা রাজা মাহারাজা সারফোজি—১ (১৬৭৫ — ১৭২৮) ছিলেন একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। তিনি উত্তর এবং অন্যান্ন অঞ্চলের সকল বিখ্যাত সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র থেকে বিপুল সংখ্যক রচনা সংগ্রহ, ক্রয় এবং অনুলিপি করার জন্য অনেক পণ্ডিত নিয়োগ করেছিলেন। থাঞ্জাভুর মহারাজা সারফোজি—১ (১৬৭৫ — ১৭২৮) ছিলেন থাঞ্জাভুর রাজ্যের একজন প্রখ্যাত মহারাজা এবং একটি মহান পৃষ্ঠপোষক। তিনি আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যিনি ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং বিদ্যায় ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। সারফোজি রাজকীয় পরিবার থেকে আগত হওয়ায়, তার রাজত্বকালে

©WBCLA

থাঞ্জাভুর একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (Cultural Centre) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তিনি সাহিত্য (Literature), বিজ্ঞান (Science) এবং সংস্কৃতির (Culture) প্রচারে গভীর আগ্রহী ছিলেন এবং তার রাজত্বকালে এ ক্ষেত্রের উন্নয়নে ব্যাপক চেষ্টা করেছিলেন।

থাঞ্জাভুর মহারাজা সারফোজি সরস্বতী মহল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন ১৬শ শতাব্দিতে। এই গ্রন্থাগারটি তাঁর রাজদরবারের অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং এটি দ্রুত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থসংগ্রহে পরিণত হয়। মহারাজা সারফোজি—১ নিজেই ছিলেন একজন বড় বইপ্রেমী এবং সংস্কৃতির মনের গভীরে বসবাস করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়, গ্রন্থাগারটি শুধুমাত্র একটি বইয়ের সংগ্রহই নয়, বরং একটি জ্ঞানভাণ্ডার (Knowledge Hub) হিসেবে গড়ে ওঠে, যা বহু প্রাচীন ও মূল্যবান গ্রন্থের আধার (House of Rare Collection)।

৩(২) গ্রন্থাগারের সংগ্রহ

সরস্বতী মহল গ্রন্থাগারের সংগ্রহ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ (Diversified and Important)। এর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি (Handwritten Manuscript), বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ (Scriptures), সংস্কৃত, তামিল, কন্নড় ও অন্যান্য ভাষায় লেখা গ্রন্থ এবং ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপি (Manuscripts)। গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব হলো এর সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি এবং সংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শন, যা ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে (Indian Knowledge Systems) একটি নতুন দৃষ্টিকোণ প্রদান করে। এই গ্রন্থাগারে মুদ্রিত বই ও পত্রপত্রিকার সবর্বমোট সংখ্যা ৫২,০০০ (বাহান্ন হাজার) এর কাছাকাছি। এই গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপির সংখ্যার প্রায় ৪৯০০০ (উনপঞ্চাশ হাজার) গ্রন্থাগারের সংগ্রহে আছে বেশ কিছু প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ এবং সঙ্গীত সংক্রান্ত রচনাবলী। থাঞ্জাভুরের মহারাজা সারফোজির সংগ্রহে এমন কিছু অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা একেবারেই বিরল (Rare) এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই গ্রন্থাগার হল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত একটি গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে ১৯৯৮ সালে কম্পিউটার এর মাধ্যমে কাজ আরম্ভ হয়। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের সমস্ত ক্যাটালগ কম্পিউটারে উপলব্ধ।

৩(৩) কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যা এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহে আছে —

- ডঃ স্যামুয়েল জনসন এর অভিধান (১৭৮৪)।
- চিত্রিত বাইবেল (আমস্টারডাম এ মুদিত, ১৭৯১)।
- মাদ্রাজ পঞ্জিকা (১৮০৭)।
- 'রসায়নের উপাদান' (ল্যাভয়সিয়ার)।
- রাজা সারফোজি - এর উপর সম্মানীয় বিশপ হারবার এর মন্তব্য সমূহ।
- প্রাচীন ভারতের মানচিত্র।
- থাঞ্জাভুর এর মাটির তলদেশের পয়ঃপ্রণালী এবং পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ ব্যাবস্থার পরিকল্পনার জরুরী নথিসমুহ।
- লন্ডন এর উইলিয়াম টরিন এর সঙ্গে রাজা সারফোজি এর যোগাযোগ সংক্রান্ত চিঠি পত্র। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল লন্ডন এর উইলিয়াম টরিন রাজা সারফোজি এবং সরস্বতী মহল লাইব্রেরির জন্য পুস্তক দান করেন।

৩(৪) সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব

সরস্বতী মহল গ্রন্থাগারের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই গ্রন্থাগারটি কেবল বইয়ের

সংগ্রহের কেন্দ্র নয়, বরং এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল (Historical Document) হিসেবে কাজ করে। এটি ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রদান করে এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। গ্রন্থাগারটি ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি থাঞ্জাভুর রাজ্যের ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে তুলে ধরে এবং ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মিলনস্থল হিসেবে কাজ করে। মহারাজা সারফোজির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগার আজও ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (Cultural Heritage of India) একটি মূর্ত প্রতীক।

৩(৫) বই সংরক্ষণ এবং গবেষণা

সরস্বতী মহল গ্রন্থাগার গবেষকদের এবং ইতিহাসবিদদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ এবং পাণ্ডুলিপি গবেষণার জন্য উপলব্ধ, যা ইতিহাস এবং সংস্কৃতির অজানা অধ্যায় উন্মোচনে সাহায্য করে। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে এমন কিছু বিশেষ পাণ্ডুলিপি, যা ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত অমূল্য তথ্য ধারণ করে। এই গ্রন্থাগারে অনেক মহামূল্যবান দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, এই গ্রন্থাগারে অনেক দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর মাইক্রোফিল্ম পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা (Management) এবং সংরক্ষণ (Preservation) পদ্ধতিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। মহারাজা সারফোজির সময় থেকেই গ্রন্থাগারটি সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের (Preservation and Conservation) ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নবান ছিল। আধুনিক সময়ে, এই গ্রন্থাগারটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষত সমাজ বিজ্ঞান (Social Science) ও মানবীয় বিদ্যার (Humanities) গবেষক ও শিক্ষার্থী দের জন্য এই গ্রান্থাগার একটি উৎকৃষ্ট মানের গ্রান্থাগার হিসাবে পরিগণিত হয়।

৪) খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, পাটনা: ঐতিহ্য, সংগ্রহ ও ভূমিকা

ভারতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাসে কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোর সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং শিক্ষাগত গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি সেইসব ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগারের অন্যতম। এটি ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনা শহরে অবস্থিত, এবং একসময় এটি ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওরিয়েন্টাল গ্রন্থাগারের মধ্যে একটি হিসেবে স্বীকৃত ছিল। খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি তার বৈচিত্র্যময় ও প্রাচীন গ্রন্থসম্ভারের জন্য পরিচিত। লাইব্রেরিটির সংগ্রহে রয়েছে ইসলামি সাহিত্যের অমূল্য রত্ন (Valuable Collection), ভারতের ইতিহাস (Indian History), সংস্কৃতি (Culture), এবং দর্শন (Philosophy) সম্পর্কিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ। এর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন আরবী, ফার্সি, উর্দু, হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি (Manuscripts) ও গ্রন্থগুলোকে সংরক্ষণ (Preservation of Books) করা এবং তা সকলের জন্য উন্মুক্ত (Open) করা। এই রচনায় খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরির ইতিহাস (History), সংগ্রহ (Collection), উন্নয়ন (Development), এবং বর্তমান অবস্থা (Present Situation) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪(১) প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯১ সালে, যখন এটি প্রথমে একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার হিসেবে খুদাবক্স মির্জা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। খুদাবক্স মির্জা ছিলেন একজন পৃষ্ঠপোষক এবং একটি বৃহৎ গ্রন্থসংগ্রহকারী (Book Collector)। তার এই সংগ্রহে বেশিরভাগ বই ছিল আরবী, ফার্সি, উর্দু, এবং হিন্দী ভাষায় লেখা, যা মূলত ইসলামিক ধর্ম (Islamic Religion), দর্শন (Philosophy), সাহিত্য (Literature)

এবং ইতিহাস (History) সম্পর্কিত ছিল। তার সংগ্রহে যে পরিমাণ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি (Manuscripts) ছিল, তা সমাজের জন্য এক অমূল্য সম্পদ (Valuable Collection) ছিল। পাটনার অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানে এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার বিশেষ গুরুত্ব ছিল, কারণ এটি এই অঞ্চলের মুসলিম ঐতিহ্য (Muslim Heritage) এবং সাহিত্যকে তুলে ধরার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। খুদাবক্স মির্জা তার সংগ্রহকে বৃহত্তর জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগারটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

৪(২) সংগ্রহ ও বৈশিষ্ট্য

খুদাবক্স লাইব্রেরির সংগ্রহ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম (Largest) এবং মূল্যবান (Appreciable) গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে অন্যতম। এই লাইব্রেরির সংগ্রহ ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)।এই গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব হল, এর মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপি, বই, সাহিত্য এবং গ্রন্থের বিপুল সংগ্রহ। এখানে এমন অনেক বই রয়েছে, যা একসময় ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির অমূল্য রত্ন হিসেবে বিবেচিত হত।

৪(৩) ইসলামিক সাহিত্য ও ইতিহাস

লাইব্রেরির সবথেকে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হলো ইসলামিক সাহিত্যের গ্রন্থগুলি। এখানে প্রায় সমস্ত ইসলামি পাণ্ডুলিপি, ধর্মগ্রন্থ, হাদীস, ফিকাহ, এবং বিভিন্ন প্রাচীন ইসলামিক নথি ও পুঁথি সংরক্ষিত রয়েছে। বিশেষভাবে মুঘল আমল সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপি (Manuscripts), তাত্ত্বিক গবেষণা (Theoretical Research), ইসলামিক আইন (Islam Law) ও দর্শন (Philosophy) নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখানে পাওয়া যায়।

৪(৪) ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস

খুদাবক্স লাইব্রেরিতে ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে। বিশেষভাবে মুঘল সাম্রাজ্য, সম্রাট আকবর, শাহজাহান এবং তার সময়কাল সম্পর্কিত গবেষণাগ্রন্থ এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া, ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন এবং রীতিনীতির ওপর অনেক সংগ্রহ রয়েছে।

৪(৫) ভাষা ও সাহিত্য

লাইব্রেরির আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর বহুভাষিক সংগ্রহ। এখানে আরবী, ফার্সি, উর্দু, হিন্দী, বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় অনেক মূল্যবান সাহিত্য সংরক্ষিত রয়েছে। এই সাহিত্যকর্মগুলি কেবলমাত্র সাহিত্যের দিক থেকেই নয়, বরং প্রতিটি ভাষার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবসার প্রতিচ্ছবি বহন করে।

৪(৬) প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ

এখানে বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি (Manuscripts)ও তার কপি সংরক্ষিত রয়েছে, যা বহুলাংশে হাতে লেখা (Handwritten) এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। এই পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক কাজ। এর সংখ্যা ২১০০০ (একুশ হাজার)।

৪(৭) খুদাবক্স লাইব্রেরির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

খুদাবক্স লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এটি নানা ধাপে উন্নত হয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে হাত মিলিয়ে চলছে। বিশেষত ১৯ শতকের শেষের দিকে এবং ২০ শতকের শুরুর দিকে, এই লাইব্রেরি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণ ও সংগ্রহ বৃদ্ধি (Collection Development) করতে শুরু করে।

বর্তমানে, লাইব্রেরিটি ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে তার সংগ্রহকে আরও বিস্তৃত এবং কার্যকরী করার লক্ষ্যে কাজ করছে। লাইব্রেরির অনেক পুরোনো পাণ্ডুলিপি এবং বই এখন ডিজিটাল আর্কাইভে (Digital Archive) সংরক্ষিত

©WBCLA

হচ্ছে, যাতে গবেষকরা এবং শিক্ষার্থীরা সহজেই এই বইগুলির সাথে পরিচিত হতে পারেন। এছাড়া, ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই লাইব্রেরির বড় অংশ এখন সাধারণ মানুষের জন্যও উপলব্ধ হয়েছে, যা এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।

৪(৮) লাইব্রেরির সাংস্কৃতিক ভূমিকা

খুদাবক্স লাইব্রেরি শুধু একটি গ্রন্থাগার নয়, এটি পাটনা শহরের এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও (Cultural Centre)। এটি বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য সম্মেলন (Conference on Literature), আলোচনা সভা (Meeting) এবং গবেষণা কর্মশালার (Research Workshop) আয়োজন করে থাকে। অনেক স্থানীয় শিক্ষার্থী, গবেষক, এবং পণ্ডিতরা এখানে এসে তাদের গবেষণার কাজ চালিয়ে থাকেন। লাইব্রেরির এই সাংস্কৃতিক ভূমিকা এবং গবেষণার উৎসাহ ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বিশেষ করে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের শিক্ষাবিদদের কাছে এটি একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪(৯) খুদাবক্স লাইব্রেরির ভবিষ্যৎ

আজকের দিনে, খুদাবক্স লাইব্রেরি ভারতে এবং বিদেশে গবেষকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ভবিষ্যতে, এই লাইব্রেরি যদি আরও আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত হতে পারে, এবং এর ডিজিটাল সংগ্রহ (Digital Collection) বৃদ্ধি পায়, তবে এটি আরও বেশি সংখ্যক গবেষক এবং ছাত্রদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি, লাইব্রেরির ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কারণে, এটি বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণাগারে পরিণত হতে পারে।

৫) উপসংহার

থাঞ্জাভুর মহারাজা সারফোজির সরস্বতী মহল গ্রন্থাগার ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই গ্রন্থাগারটি কেবল একটি বইয়ের সংগ্রহই নয়, বরং এটি একটি ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে ভারতের মুল্যবান ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে (Representative of Historical and Cultural Heritage Centre)। মহারাজা সারফোজির দৃঢ় পৃষ্ঠপোষকতা এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনা এই গ্রন্থাগারকে একটি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান (Internationally Reputed Institution) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সরস্বতী মহল গ্রন্থাগারের ইতিহাস এবং সংগ্রহ ভারতীয় সভ্যতার (Indian Civilization) এক অমূল্য অংশ হিসেবে আজও সমাদৃত এবং গবেষণার কেন্দ্রস্থল (Research Centre) হিসেবে বিবেচিত হয়।

খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরি, ভারতের একটি অমূল্য ঐতিহ্য। এর অসীম সংগ্রহ এবং ইতিহাসের প্রতি তার অবদান ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাহিত্য, এবং ইতিহাসের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে। এটি কেবল একটি গ্রন্থাগার নয়, একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যেখানে ভারতের মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রগাঢ় গবেষণা প্রতিফলিত হয়। ভবিষ্যতে এর আরও আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি প্রধান গবেষণা কেন্দ্র (Principal Research Centre) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তথ্যসূত্র

Chakrabarti (B) and Mahapatra (P K). *Library and Information Science : An Introduction*. World Press. 2008. PP. 336 - 337.

http://www.tmssmlibrary.com/

https://kblibrary.bih.nic.in/

©WBCLA